দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG 22 1999 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৭ ...

19

মাদ্রাসা ছাত্র ফেডারেশন নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকালে অধ্যাপক গোলাম আযম

মাদ্রাসা শিক্ষার উপর হস্তক্ষেপই প্রমাণ করে বর্তমান সরকার ইসলাম বিরোধী

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা তথা কোরআন হাদীসের শিক্ষাকে বাঁচাতে হলে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার বিকল্প নেই। গতকাল (শনিবার) জামায়াতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকালে তিনি একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা এদেশে একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা। আল্লাহর কোরআন এবং রাসূলের (সঃ) হাদীস যেখানে শিক্ষা দেয়া হয়, যেখান থেকে দেশের যোগ্য চরিত্রবান সুনাগরিক তৈরী হয় তার উপর আওয়ামী লীগ সরকারের এই নগ্ন হস্তক্ষেপ এ কথাই প্রমাণ করে তারা ইসলামবিরোধী এবং ফ্যাসিবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বন্ধের আদেশ প্রত্যাহারের আহবান জানান। উক্ত সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে জামায়াতের পক্ষ থেকে মাওলানা মোঃ জায়নুল আবেদীন এবং মাদ্রাসা ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে মুফতী মোঃ ইলিয়াস, আঃ ছবুর মাতুব্বর, মোঃ আঃ রহমান, মোঃ রেজাউল হক রেজা, এস এম আবু তাহের, মোঃ জাকির হোসাইন; হাবিবুল্লাহ মোঃ ইকবাল, মোঃ মোতাসিম বিল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, এ সরকারকে আর সময় দেয়া যায় না। এই সরকার যতই ক্ষমতায় থাকবে ততই মাদ্রাসা আরো বন্ধ হবে। এজন্য মাদ্রাসা ছাত্রদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আজ আলেমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তবে দেরী হয়ে গেছে। আলেমদের এই অনৈক্যের সুযোগে সরকার ইতোমধ্যেই কতগুলো মাদ্রাসা বন্ধ করেছে। এই ঐক্য যদি আরো পূর্বে হত তাহলে সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণে সাহস পেত না।

এ সময় মাদ্রাসা ছাত্র ফেডারেশনের ১১ দফা দাবী পুনরুল্লেখ করা হয়। দাবীসমূহ হচ্ছে– (১) দেশের ২৫১টি মাদ্রাসার মঞ্জুরি বাতিল করে বেতন-ভাতা বন্ধের যে নোটিশ দেয়া হয়েছে, তা প্রত্যাহার করে অনতিবিলম্বে মাদ্রাসা বন্ধের-কালো আইন বাতিল করতে হবে। (২) অনতিবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর চালু করতে হবে। (৩) অবিলম্বে বিসিএসসহ শিক্ষা বৃত্তি, চাকরির সর্বস্তরে ফাজিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তরের মান প্রদানপূর্বক শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সার্কুলার জারি করতে হবে। (৪) দেশের মঞ্জুরিপ্রাপ্ত সকল এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। (৫) মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ঢাকায় এ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক জাতীয় আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (৬) অবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ১টি পৃথক টেক্সট বুক বোর্ড এবং প্রতি বিভাগে একটি করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (৭) বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সকল শিক্ষক-কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা এবং ৫০% বাড়ীভাড়াসহ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ন্যায় সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। (৮) সমতার ভিত্তিতে স্কুল, কলেজ মাদ্রাসাকে ডেভলপমেন্টের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (৯) রেডিও-টিভিতে মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়াবলীর ওপর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে। (১০) সরকারী মাদ্রাসাসমূহে সকল শূন্য কোঠায় শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। (১১) প্রতি বিভাগে কমপক্ষে একটি করে মাদ্রাসা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।